মহানিশা

মহানিশা

Mohondas Banerjee.

অনুরূপা দেবীর সুখ্যাত কথা-সাহিত্যের
চিত্র-রূপ

মহানিশা

শিল্পী-সঙ্ঘ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	...	নরেশ মিত্র
আলোক-শিল্পী ...	...	অশোক সেন
শব্দ-যন্ত্রী ...	...	শম্ভু সিং
সুর-সংযোজনা ...	...	অমর বসু

—প্রযোজনা—

শিশির মল্লিক

বড়ুয়া সাউণ্ড ষ্টুডিওতে গৃহীত

বি, নান, (পাবলিসিটি এজেণ্ট) ১৬।১নং বিডন ষ্ট্রীট, কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
মুদ্রাকর :—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী, কালিকা প্রেস, ২১ নং ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরিচয়

মুরলীধর	...	...	রবি রায়
নির্ম্মল	...	...	জহর গাঙ্গুলী
ডাক্তার	...	...	অমর বসু (এঃ)
ব্রজ	...	...	ভূমেন রায়
রাধিকাপ্রসন্ন	...	...	যোগেশ চৌধুরী
বেহারী	...	...	নরেশ মিত্র
কৃষ্ণধন	...	...	কৃষ্ণধন মুখুজ্জে
আলোকনাথ	...	...	ইন্দু মুখুজ্জে
সৌদামিনী	...	...	আসমানতারা
অপর্ণা	...	...	রেণুকা রায়
			সোনেরো পিকচার্সের সৌজন্যে
ধীরা	...	...	চারুবালা
এথেল	...	...	মিস্ হ্যাম্পডেন্
প্রিয়ম্বদা	...	...	পারুল
ভিখারিণী	...	...	রাজলক্ষ্মী
ছোট খুড়ী	...	...	পদ্মাবতী
যতীশ্বর	...	...	উষানাথ রায়চৌধুরী (এঃ)
মিঃ হ্যাম্পডেন	...	...	মিঃ হ্যাম্পডেন্
অপর্ণার মামা	...	...	হীরালাল চাটুজ্জে
কামাখ্যাচরণ	...	...	বিজয়কার্ত্তিক দাস
পাঁচকড়ি	...	...	বিনয় বসু
তুলসী	...	...	মণিমোহন চাটুজ্জে
গাড়োয়ান	...	...	বিশ্বমঙ্গল

দুরন্ত-পরবাসে

আমার হাড় কালা করলাম রে
আরে আমার দেহ-কালার লাইগারে
অন্তর কালা করলাম রে দুরন্ত পরবাসে ॥
(ও মন রে) হাইলা লোকের লাঙ্গল বাঁকা
জনম বাঁকা চাঁদরে
জনম বাঁকা চাঁদ
তার চাইতে অধিক বাঁকা যারে দিছি প্রাণরে ॥
(ও মন রে) কূল বাঁকা, গাঙ্ বাঁকা, বাঁকা গাঙের পাণি
সকল বাঁকায় বাইলাম নৌকা
তবু—বাঁকারে না জানি ॥
(ও মন রে) হাড় হইল জার-জার অন্তর হৈল গুঁড়া
পীরিতি ভাঙ্গিয়া গেলে নাহি লাগে জোড়া ॥

কথা—পল্লীকবি জসীমউদ্দীন এম্, এ,
শিল্পী—আব্বাসউদ্দীন (এঃ)
সঙ্গত—কানাই শীল, হরিমোহন শীল, আনন্দমোহন বিশ্বাস

মহানিশা

গল্পাংশ

বাঙলা দেশে জীবিকার্জ্জনের কোনো পন্থাই খুঁজে না পেয়ে সহায় সম্পদ-হীন নির্ম্মল ভাগ্যান্বেষণে বর্ম্মায়—তার পিতৃবন্ধু মুরলীধরের কাছে যাওয়াই স্থির করল।

সেখানে রওনা হবার আগে—তার পিসির বাড়ীর পাচিকা সৌদামিনীর রূপসী ও গুণবতী মেয়ে অপর্ণাকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে—তাকেই বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল। দুস্থা অনাথা সৌদামিনী নির্ম্মলের কথায় নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেন।

বর্ম্মায় মুরলীবাবু যৌবনে নিঃস্ব ছিলেন। হ্যাম্পডেন বলে এক সাহেবের সঙ্গে যৌথ কারবার চালিয়ে আজ তিনি মস্ত বড় ধনী—এবং "মুখার্জ্জি-হ্যাম্পডেনের" অংশীদার। অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হলেও তাঁর পারিবারিক জীবন ছিল বড় অশান্তিময়। জন্মান্ধ কন্যা ধীরা এবং বিলাসী ও খামখেয়ালী পুত্র ব্রজ এই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। তাঁর অবর্ত্তমানে ধীরার কি গতি হ'বে এই চিন্তায় বৃদ্ধ মুরলীধর কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হ'লেন। বিলাত ফেরত ব্রজরাজের এদিকে মোটেই নজর নেই। সে তার 'ড্যান্স পার্টি' আর আমোদ-প্রমোদ নিয়েই মস্ত!

আত্মীয়-স্বজন-হীন এই দূরদেশে পিতা-পুত্রীর এক অকৃত্রিম সুহৃদ জুটে গিয়েছিল—তিনি এদের গৃহ-চিকিৎসক কেশব বাবু।

বন্ধুপুত্র নির্ম্মলকে পেয়ে মুরলীবাবু খুসী হলেন এবং তাকে শিক্ষিত ও সুযোগ্য দেখে—নিজের গৃহে ছেলের মতো আশ্রয় দান করে—আপনার আপিসে ভালো কাজ জুটিয়ে দিলেন।

ওদিকে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পাঁচ মাস বাদে সৌদামিনী —নির্ম্মলের পত্রে জান্‌তে পারলেন—এক বছর পর সে এসে অপর্ণাকে বিয়ে করবে।

ব্রজ হ্যাম্পডেন-কন্যা এথেলের প্রেমে মস্‌গুল।

কর্ম্মদক্ষতায় নির্ম্মল আপিসের সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'য়ে উঠল কিন্তু যখন সৌদামিনীর কাছ থেকে চিঠির জবাব আসে—সে চিঠি পড়তে নিয়ে তার চোখের সামনে ভেসে উঠে—অপর্ণার প্রেম-গুঞ্জন মুখরিত সেই হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলি!

এদিকে অরক্ষণীয়া মেয়েকে নিয়ে সৌদামিনীর দিন-গুলো ক্রমশঃ ভারী হ'য়ে ওঠে। গ্রামে দশজনে দশকথা বলে—মেয়েদের স্নানের ঘাটের বাতাস মা-মেয়ের কুৎসায় ভরে যায়। ওদের গ্রাম সম্পর্কে এক ছোট খুড়ি পরামর্শ দিলে—তাদের গ্রাম ছেড়ে অন্য কোনো আত্মীয়ের কাছে চলে যেতে—নইলে এ নিন্দের ঢেউ কিছুতেই বন্ধ হ'বে না! তাই স্থির হ'ল।

ছোট খুড়ি তাঁদের হয়ে রাধিকা মুখুজ্জেকে চিঠি লিখে দিলে। রাধিকা সৌদামিনীর দাদামশাই। ইনি এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। সংসার-যুদ্ধে ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে তাঁর বাইরেটা হয়ে গেছে রুক্ষ কর্কশ—কিন্তু অন্তর এখনো ফল্গুধারার মতোই স্নিগ্ধ।

যথাসময়ে চিঠি গিয়ে রাধিকার হাতে পৌছুলো। সেই সঙ্গে তাঁর মনে ভেসে উঠলো বিগত দিনের দুঃখময় ইতিহাসের কথা! নিঃসন্তান বৃদ্ধের বুক ব্যথায় বিষিয়ে উঠল।

তাঁর একমাত্র বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বেহারী বৃদ্ধের অন্তঃকরণের সমস্ত ব্যথাই জান্‌তেন। একদিন গভীর রাত্রে কার পদশব্দ শুনে বেহারী গোপনে ওপরে গিয়ে দেখলে—সন্তানহীন বৃদ্ধ খেলনা নিয়ে মগ্ন হ'য়ে আছে। তখন আর তার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা রইল না। সে সৌদামিনীদের আনতে পলাশডাঙা রওনা হল এবং যথাসময়ে তাদের নিয়ে ফিরে এলো।

বর্ম্মায় মুরলীধর চেষ্টা করেও যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর অবর্ত্তমানে জন্মান্ধ কন্যা ধীরার কি অবস্থা হ'বে একথা ভেবে—বৃদ্ধের যেন স্বর্গে গিয়েও সুখ নেই! তার একান্ত কামনা—নির্ম্মল ধীরার ভার নেয়। এই পরিবারের সুহৃদ ডাক্তারেরও তাই অভিপ্রায়। এতে সুরু হ'ল নির্ম্মলের অন্তর্দ্বন্দ্ব।

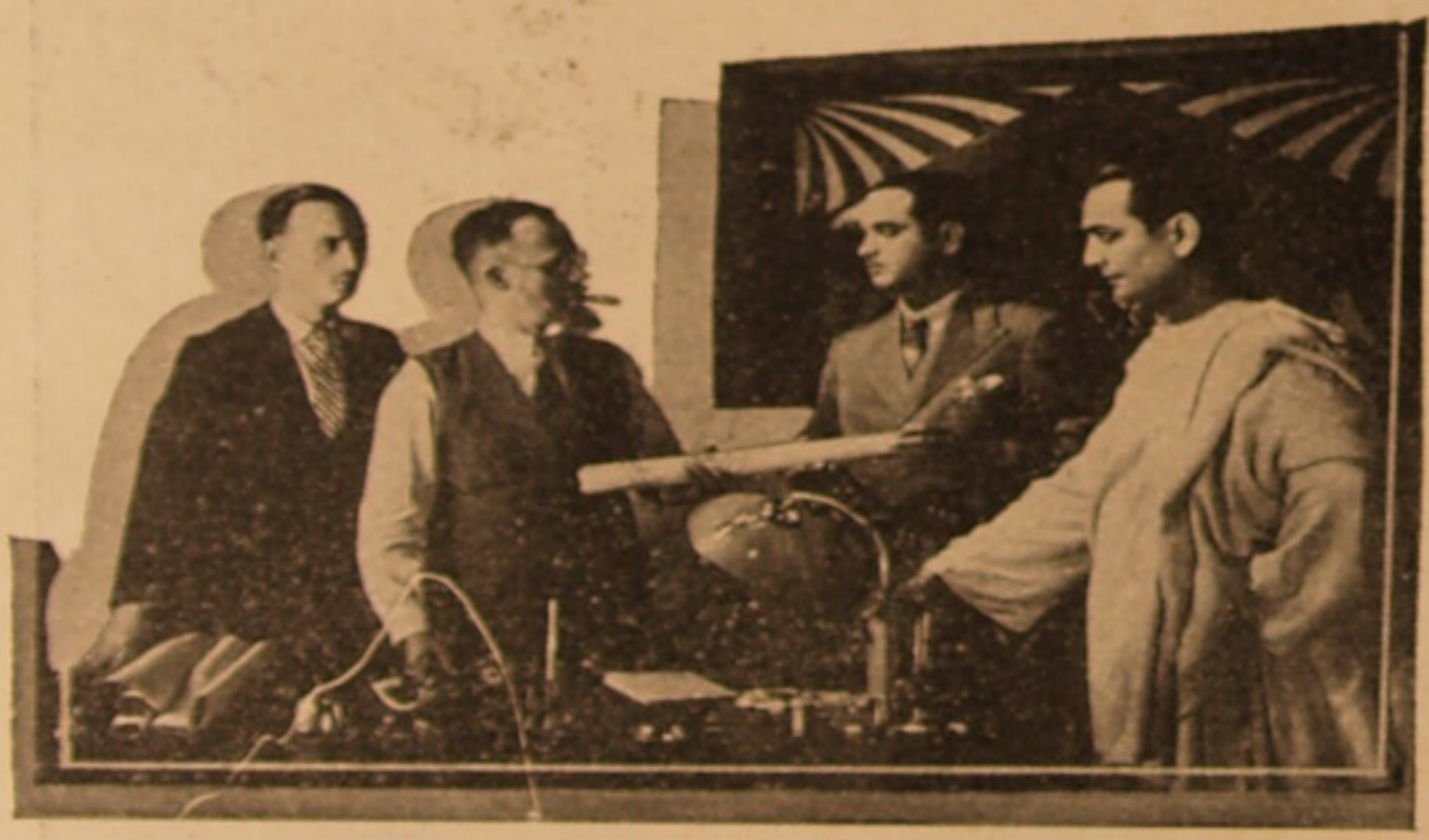

অপর্ণাকে সে কোনমতেই ভুল্‌তে পারে না। এদিকে ধীরার ভার না নিলে—মরণোন্মুখ বৃদ্ধ তাকে অকৃতজ্ঞ মনে করবেন। নির্ম্মল নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ধীরাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

সেদিন হ্যাম্পডেন হলে নাচ চল্‌ছিল। করতালি ধ্বনিতে গৃহ মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল। সেই ধ্বনির সঙ্গে মিলে গেল—নির্ম্মলের কক্ষের দ্বারে ধীরার ব্যাকুল করাঘাত—মুরলীধর মৃত্যুর দ্বারে এসে পৌছেচেন!

নৃত্য-গৃহে ব্রজর মন আজ বড় উন্মনা। যে এথেলের জন্যে সে জগৎ সংসার ভুলে বসেছিল সে আজ অন্যের অনুরাগিণী।

ওদিকে মুরলীধরের আসন্ন-মৃত্যু লক্ষ্য করে নির্ম্মল ধীরাকে বিবাহ করতে সম্মত হল—ডাক্তারের সুব্যবস্থায়—তৎক্ষণাৎ মরণোন্মুখ বৃদ্ধের সম্মুখে

বিবাহের সমস্ত অয়োজনই প্রস্তুত হ'ল। দীপ নির্ব্বাপিত হ'বার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যেমন জ্বলে ওঠে মুরলীধর ঠিক তেমনি উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন! ডাক্তার খবর পাঠিয়ে ব্রজকে নাচের আসর থেকে ডাকিয়ে আন্‌লেন। সে গৃহে ফিরে পিতার আসন্ন মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে— নির্ম্মলকে এই বলে কটূক্তি করতে লাগল যে অর্থের লোভেই সে ধীরার পাণিগ্রহণ কর্‌ছে।

বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ মুরলীধর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন!

ওদিকে দুশ্চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় সৌদামিনী শিবের অসাধ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন!

গ্রামের বিচক্ষণ কবিরাজ তার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করল—কিন্তু ঠিক এই সময়ে রাধিকা মুখুজ্জে—বিসূচিকা রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করলেন! অসম্পূর্ণ রইল—অপর্ণার বিবাহ অসম্পূর্ণ রইল—রাধিকাপ্রসন্নের সম্পত্তির শেষ বিলি-ব্যবস্থা!

ওদিকে ব্রজ এথেলের আশা ছেড়ে দিয়ে মাপো নামে এক বর্ম্মিণীর রূপ-পূজারী হয়ে পড়ল। কিন্তু যখন সে-ও তাকে ছেড়ে গেল—ব্রজ স্থির করলে—নিরীহ কালো বাঙ্গালী মেয়ে বিয়ে করবে। তার এই সুমতি দেখে ডাক্তার তাদেরই অপিসের এক ভদ্রলোকের কন্যার সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন।

ব্রজর বিবাহিত জীবন মধুময় হ'য়ে উঠল। কিন্তু নির্ম্মল? সে ধীরাকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু—তাকে আনন্দ দিতে গিয়েই তার মনে ভেসে ওঠে চির-দুখিনী অপর্ণার কথা। ওরা কেউ যেন কারো মনের নাগাল পায় না!

কি একটা অপিসের কাজে নির্ম্মল মফঃস্বলে রওনা হ'ল—কিন্তু পথে দুর্ঘটনা হওয়ায় আহত অবস্থায় ফিরে এল ধীরার কাছে। তাকে শুশ্রূষা করতে করতে ধীরা জান্‌তে পার্‌লে—নির্ম্মলের সমস্ত মন-প্রাণ ছেয়ে আছে অপর্ণা—সেখানে তার ঠাঁই কৈ?

ওদিকে দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি কামাখ্যাচরণ এসে রাধিকাপ্রসন্নের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করলে—শেষে একদিন সৌদামিনী আর অপর্ণা সত্যিই গৃহহীন হ'ল। তাদের শেষ-সম্বল পথের সাথী রইল চির-বিশ্বস্ত বেহারী।

কিছুদিন নদীর হাওয়ায় থাক্‌লে শরীর সুস্থ হ'বে মনে করে নির্ম্মল ও ধীরা ষ্টীমার ভ্রমণে রওনা হ'ল। সেখানে হঠাৎ যতীশ্বর বলে নির্ম্মলের পিস্‌তুতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। সে অপর্ণাদের দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে নির্ম্মলকে বর্ণনা করে তাকেই এইজন্যে দায়ী করলে!

ধীরা সকর্ণে সবই শুন্‌তে পেলে! এ জীবন রেখে তার আর লাভ কি? সবার অলক্ষ্যে সে নদীর শীতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আর তাকে কোন মতেই খুঁজে পাওয়া গেল না!

সেই মহানিশায় বর্ম্মার কালো জলে যে প্রদীপ নিভ্‌লো—তাই বুঝি অপর্ণার জীবনে ভোরের সোণালী রোদ হয়ে ফুটে উঠ্‌ল।

কেননা রোগশয্যায় অপর্ণা! শেষ রাত্তিরে স্বপ্ন দেখ্‌লে—নির্ম্মল যেন ফিরে এসেছে। মুখে সে কোন কথা কইতে পারলে না—তার দেহের সমস্ত ভার নির্ম্মলের ওপর ছেড়ে দিয়ে সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লে!

লোকে বলে ভোরের স্বপন সত্যি হয়!

মহানিশা

=সঙ্গীতাংশ=

ধীরার গান—

কোন সাগরে আঁধার কূলে
গান গেয়ে কে যায়
বলে আয় ওরে আয় ছুটে আয়।
হেথায় নিভেছে দিনের আলো
মহানিশা আসে ঐ
ঊর্ম্মি-মুখর—ফেনিল সাগর
নাচিছে তাথৈ তাথৈ॥
নিরন্ধ্র এই অন্ধকারে
কেমনে আজ যাব পারে
দাঁড়িয়ে যে তাই সাগর তীরে
তোমার প্রতীক্ষায়।

কথা—অমর মুখোপাধ্যায়

গাড়োয়ানের গান—

ও মন কোন পথে তুই
চলিস্ ছুটে ঘাটে বাটে—
কি ধন পাইবার লাগি
আড়ৎ জোড়া ফলের ঝোড়া
আগা গোড়াই দাগি
ভেবে ভেবে হলি সারা
সারা রাতিই জাগি—॥
কোন হাটে তুই বেচ্‌বিরে তায়
কে দিবে তার দাম।
ভোরে উঠি ঘোরা ঘুরির
আছেই বা কোন কাম।
দোকান পাট তুই জিম্বা দে' তায়
সুখের দুখের ভাগী
ভুঁয়ে থুয়ে বোঝা' নে তার চরণ মাগি॥

কথা—অমর বসু

ধীরা—

শুনগো মরম সই—
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিত রই।
দিতে ক্ষীর-সর জননী আমার
নয়ন মুদিত দেখি—
জননী আমার করে হাঁহাকার
কহিল সকলে ডাকি।
শুনি সেই কথা জননী যশোদা
বঁধুরে লইয়া ক্রোড়ে
আমারে হেরিতে অইলা ত্বরিতে
সুতিকা মন্দির দ্বারে
গায় দিতে হাত মোর প্রাণ নাথ
অন্তরে বাড়ল সুখ
হাসিয়া কাঁদিয়া আঁখি প্রকাশিয়া
(আমি) হেরিনু বঁধুর মুখ।

ভিখারিণী—

মা গো মা—
তোমার সতীন সহজ মেয়ে নয়!
তুমি স্বামীর বুকে নাচ মা'
সতীন স্বামীর মাথার রয়।
আমি তো দেখিনি কভু মেয়ে মানুষ এমন হয়।
যায় না দেখা লুকিয়ে থাকেন হরের শিয়রে
এমন মানুষ কে আছে মা বুঝবে যে ওরে
আজকে জটার বাঁধন খুলে পড়ল ঢলে এলোচুলে
গঙ্গাধর মা কুলে কুলে
কেঁদে কত কথা কয়॥
উন্মাদিনী নেচে চলে দেয় না কথায় কান
তুমি ছাড়া বুঝবে কে মা ভোলার অভিমান!
বুঝিয়ে হরে আন মা ঘরে
নইলে কথা কইবে পরে
নারদ বলেন বীণার স্বরে
গৌরী-গঙ্গা পৃথক নয়॥

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

অন্নপূর্ণার মন্দির